সরকারী চাকুরীতে ক্যারিয়ার গড়তে আমেরিকান মুসলিম তারুণ্যকে স্বাগত

জেন মোর্স
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২০শে জুলাই -- যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন, আমেরিকার মুসলমান তরুণ-তরুণীরা সমাজের মুল ধারায় এসে তাদের কথা বলুক। সেই সঙ্গে সরকারী চাকুরীতে ক্যারিয়ার গড়ার ব্যাপারেও তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তারা গত ১২ই জুলাই সারা দেশ থেকে আগত ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সী ২৭ জন উচ্চ-শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন।

রাষ্ট্রদুত শিরীন তাহির-খেলির ভাষায় পররাষ্ট্র দপ্তরের ঐ আলোচনায় পারস্পরিক "মতামত গ্রহণে ব্যাপক" আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন, পররাষ্ট্র দফতর এবং বুশ প্রশাসন এখানকার মুসলমান তরুণ-তরুণীদের কাছে সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা তাহির-খেলী। তিনি বলেন, পকিস্তানী বংশোদ্ভুতদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান যাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের যে সব কর্মকর্তা উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সীমা মতিন। ২০০২ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন তিনি। বর্তমানে তিনি পররাষ্ট্র দফতরের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি অ্যান্ড পাবলিক এ্যাফেয়ার্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ক্যারেন হিউজ এর অধীনে পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। হিউজের "ধারণার সংঘাত" নিয়ে উদ্যোগে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সীমা মতিন ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছেন। এই উদ্যোগের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সন্ত্রাসের পক্ষে আদর্শগত সমর্থন'-এর বিপরীতে কাজ করা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্যাকিস্তানী অভিবাসীদের পরিবারে জন্ম নেয়া সীমা মতিন হিজাব পড়তে পছন্দ করেন। পররাষ্ট্র দফতরে আগত আমেরিকান মুসলমান তরুণ-তরুণীদের তিনি বলেন, তার হিজাব করার বিষয়টি

সারা বিশ্বকে এই ইঙ্গিত দেয় যে, উচ্চ-শিক্ষিত পেশাজীবী মহিলারা গর্বের সাথে তাদের ধর্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন।

(এ সংক্রান্ত নিবন্ধ ওয়েবসাইটের যঃঃঢ়://ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ীধৎপযরাবং/ফরংঢ়ষধু.যঃসষ?ঢ়=ধিংযভরষব-বহমষরংয্=২০০৬স=ঘড়াবসনবৎ্=২০০৬১১২৯১৬৩৫৩৪এখহবংহড়গ০.৫৬১৯৯২৮
এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে)।

সীমা মতিন 'ইউএসইনফো'কে বলেন, অধিক সংখ্যায় আমেরিকান মুসলমান তরুণ-তরুণীদেরকে রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও বেসরকারী সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী হতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র দফতরে কর্মরত কারিমা দাউদ, যিনি একই সঙ্গে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষাতত্ত্বে ডক্টরেট করছেন। জার্মান মা এবং ফিলিস্তিনী বাবার কন্যা কারিমা আমেরিকার সরকারী কর্মক্ষেত্র ও নাগরিক অধিকারের বিষয়গুলোতে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত হতে ঐ তরুণ-তরুণীদের আহবান জানান। তিনি বলেন, "মুসলমান হোক বা না হোক, সাধারণভাবে সবার জন্য মঙ্গলজনক বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ও সহযোগিতা করা নাগরিকদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন কাজ করার অর্থ কোন লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যাওয়া, সেই সব ব্যক্তির কাছে বিষয়গুলো তুলে ধরা যারা ওই লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবে রূপদান করতে সহায়তা করতে পারে, এবং আমেরিকান মুসলিম এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে গঠনমুলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।"

মুসলিম তরুণ-তরুণীদের দলটির ওয়াশিংটন ভ্রমণের আয়োজন করে মুসলিম পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল (এমপিএসি)। এমপিএসি নিজেদেরকে "একটি জনসেবামূলক আমেরিকান মুসলমানদের নাগরিক অধিকার, আমেরিকার বহুত্ববাদের মধ্যে ইসলামের সমন্বিতকরণ, এবং আমেরিকান মুসলমান ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক স্থাপনে জনসেবামূলক সংস্থা" হিসেবে কাজ করছে বলে দাবী করে থাকে।

এমপিএসি'র নির্বাহী পরিচালক সালাম আল-মারায়াতি'র মতে, গত ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সংগঠনটি এই প্রথমবারের মত এ ধরণের দেশব্যাপী 'ইয়ুথ লিডারসিপ কনফারেন্স' এর আয়োজন করেছে। ওয়াশিংটনে দু'দিনের ঐ সফরে তরুণ-তরুণীদের এ দলটি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সদস্য, বিচার ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হয়। এছাড়াও তারা 'অফিস অব ফেইথ-বেজড এ্যান্ড কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভস্' এর পরিচালকের সাথে আলোচনার জন্য হোয়াইট হাউস পরিদর্শন করে।

পরে, সম্মেলনের মুল্যায়নের বিষয়ে আল-মারায়াতি ইউএসইনফো'কে বলেন যে, সফরকারী ঐ

তরুণ-তরুণীদের দলটি এই আলোচনা থেকে "ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা" খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া মুসলমান-আমেরিকানদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যেসব কর্মকর্তা তাদের কাছে তথ্য তুলে ধরেছে তাদের সঙ্গে বৈঠকেরও প্রশংসা করেছে।"

তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের জন্য যে বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, ধর্মবিশ্বাসকে বজায় রেখে সরকারকে সহায়তা করতে মুসলমান-আমেরিকানদের সদিচ্ছার বিষয়টির স্বীকৃতি। তিনি আরো বলেন, ইয়ুথ লিডারশিপ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যেই এদেশে ইসলামী পরিচয় নিয়ে সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

আল-মারায়াতি বলেন, "আমরা নিজেদেরকে এই বলে চিহ্নিত করতে চাই যে, আমাদের মুসলিম-আমেরিকান পরিচয় রয়েছে এবং দেখাতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্রের মুল্যবোধ ইসলামের সাথে সুসংগত।"

==========================

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: যঃঃঢ়://ঁরহভড়.ংঃধঃব.মড়া*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*